বাংলা সাহিত্যে সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভাকেন্দ্রিক সাহিত্যধারায় দৌলত কাজীর কবি-কৃতিত্ব, মৌলিকত্ব ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষপর্বে সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার বিকাশ ঘটে। এই সময়ে আরাকান ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আরাকানের রাজারা এবং তাঁদের সভাসদরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি মানবপ্রেম, লোকজীবন, বাস্তবতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশ ঘটে। এই সাহিত্যধারার প্রথম প্রধান কবি ছিলেন দৌলত কাজী। তাঁর সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যে মানবতাবাদী জীবনবোধের সূচনা ঘটে, যা পরবর্তীকালে আলাওলের কাব্যে পূর্ণতা লাভ করে।

দৌলত কাজীর পরিচয়

দৌলত কাজীর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলে অধিকাংশ গবেষকের অভিমত। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আরাকান রাজসভায় কর্মরত ছিলেন। সে সময় আরাকানের রাজা ছিলেন থিরি থুধর্মা (১৬২২–১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর প্রধানমন্ত্রী (লস্কর-উজির) মাগন ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী আনুমানিক ১৬২২–১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু কাব্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কবি আলাওল কাব্যের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করেন।

কাব্যের উৎস

দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের মূল উৎস আঞ্চলিক হিন্দি (অবধি) ভাষার মুসলিম কবি মিঞা সাধন রচিত 'মৈনাকো সত'। তবে তিনি মূল কাহিনিকে হুবহু অনুবাদ করেননি। বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনিকে নতুনভাবে রূপ দিয়েছেন। ফলে এটি অনুবাদ কাব্য না হয়ে সৃজনশীল রূপান্তরিত কাব্যে পরিণত হয়েছে।

কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনি

এই কাব্যের প্রধান চরিত্র লোর, ময়না ও চন্দ্রানী। লোরের স্ত্রী ময়না ছিলেন সতী, ধৈর্যশীলা ও স্বামীনিষ্ঠা নারী। কিন্তু পরে লোর চন্দ্রানীর প্রেমে আকৃষ্ট হন। এর ফলে ময়নার সংসারে অশান্তি ও দুঃখ নেমে আসে। একদিকে লোর ও চন্দ্রানীর প্রেম, অন্যদিকে ময়নার স্বামীর প্রতি অবিচল ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগ—এই দুই ধারার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে চলে। কাহিনিতে প্রেম, বিরহ, দাম্পত্য-সংঘাত, সামাজিক বাধা, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং মানবিক আবেগ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অলৌকিক ঘটনা বা ধর্মীয় মাহাত্ম্যের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের জীবনই এই কাব্যের মূল বিষয়।

দৌলত কাজীর কবি-কৃতিত্ব

দৌলত কাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো বাংলা সাহিত্যে লোকজ প্রেমকাহিনিকে উচ্চাঙ্গ কাব্যের মর্যাদা প্রদান।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি যখন দেব-দেবী, পুরাণ কিংবা ধর্মীয় কাহিনি নিয়ে রচনা করছিলেন, তখন তিনি মানুষের জীবন, প্রেম, সুখ-দুঃখ এবং পারিবারিক সম্পর্ককে কাব্যের বিষয় করেন। তাঁর চরিত্রগুলি বাস্তব জীবনের মানুষ; তাদের আবেগ, দ্বন্দ্ব, প্রেম ও বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল ও সুরেলা। অযথা অলঙ্কারের ভারে ভাষাকে জটিল না করে তিনি সংযত অলঙ্কার ও স্বাভাবিক সংলাপের মাধ্যমে কাব্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দৌলত কাজীর মৌলিকত্ব

যদিও কাব্যের মূল কাহিনি 'মৈনাকো সত' থেকে গৃহীত, তবু দৌলত কাজীর মৌলিকতা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে। তিনি কাহিনিকে বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই করে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাব্যে ধর্মীয় প্রচারের পরিবর্তে মানবিক অনুভূতি, সামাজিক সম্পর্ক ও বাস্তব জীবনের চিত্র গুরুত্ব পেয়েছে। চরিত্রগুলিকে তিনি মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়েছেন এবং তাদের সুখ-দুঃখকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। প্রেমকে তিনি মানবজীবনের স্বাভাবিক ও চিরন্তন অনুভূতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মানবতাবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর মৌলিকতার প্রধান পরিচয়।

দৌলত কাজী কেন ব্যতিক্রমী

দৌলত কাজী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একাধিক কারণে ব্যতিক্রমী।
প্রথমত, তিনি ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনির পরিবর্তে লোকজ প্রেমকাহিনিকে কাব্যের বিষয় করেছেন।
দ্বিতীয়ত, তাঁর কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ ও মানবপ্রেম; দেবদেবী বা ধর্মীয় মাহাত্ম্য নয়।
তৃতীয়ত, তিনি চরিত্রচিত্রণে বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ, তাদের আবেগ ও আচরণ স্বাভাবিক।
চতুর্থত, তিনি লোকসাহিত্যকে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন এবং বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তুকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
পঞ্চমত, তাঁর কাব্যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির এক সুন্দর সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যা আরাকান রাজসভার উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচায়ক।
ষষ্ঠত, তিনি আরাকান রাজসভাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যধারার পথিকৃৎ। তাঁর হাতে যে মানবতাবাদী সাহিত্যধারার সূচনা হয়, আলাওলের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

দৌলত কাজী মধ্যযুগের সেই বিরল কবিদের একজন, যিনি বাংলা কাব্যকে ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে বের করে মানবজীবনের বাস্তব জগতে নিয়ে এসেছেন। তিনি অনুবাদক নন; বরং একজন সৃজনশীল রূপকার। তাঁর কাব্যে প্রেম কেবল রোমান্টিক অনুভূতি নয়, মানবজীবনের গভীর সত্য। লোকজ ঐতিহ্য, বাস্তবতা এবং মানবিক চেতনার সমন্বয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অত্যন্ত গৌরবময়।

উপসংহার

দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এক যুগস্রষ্টা কবি। তাঁর 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মানবপ্রেম, বাস্তবতা ও লোকজীবনের যে শক্তিশালী ধারা সূচিত হয়, তা পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কবি-কৃতিত্ব, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পসৌন্দর্য এবং মানবতাবাদী চেতনার জন্য দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ও চিরস্মরণীয় কবি।